Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

চেঁচুয়াহাট হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গা - ১৯৩০

মঙ্গল কুমার নায়েক
সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ
Email: nayakhistory@gmail.com

সারাংশ

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অত্যাচার, লুণ্ঠন, খুন, ধর্ষন, কয়েদ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বেদনাদায়ক ইতিহাসকে কেবল মাত্র একটি "শব্দ বন্ধনী"র দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটন করাই ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রধান কাজ। ত্রিশের দশকের নির্ভীক আত্মবলিদানের যুগে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার চেঁচুয়াতে ব্রিটিশ পুলিশ অত্যচারের নব অধ্যায় তৈরি করেছিল। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারনে সংশ্লিষ্ট এলাকার ত্রিশটির বেশি গ্রামের চার-পাঁচ হাজার জনগণকে 'দাঙ্গাবাজ' হিসেবে চিহ্নিত করে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। ১৯৩০ সালের ৬ই জুন বিকেল ৫টার সময় নিরস্ত্র, নিরপরাধ জনগণকে গুলিকরে হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে "Chechuahat Murder and Rioting case" চালু করে নিপীড়নের ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই ঘটনার অনালোচিত, অলিখিত ইতিহাস খুঁজে দেখা হল।

সূচক শব্দ : চেঁচুয়া, আন্দোলন, অত্যাচার, প্রতিরোধ, হত্যা, দাঙ্গাবাজ

সূচনা

১৯৩০ সাল সারা দেশে ঝড়ের সংকেত বয়ে আনে। দেশবাসীকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অহিংস আন্দোলনে সামিল করার জন্য গান্ধীজী ১২ই মার্চ ১৯৩০ সালে ঊনআশিজন সঙ্গি নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে জামালপুরের ডান্ডি অভিমুখে রওনা হন এবং ২৫০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে ৫ই এপ্রিল ডান্ডি পৌঁছে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। অভিযানের পথে ১৬ই মার্চ গান্ধীজী গুজরাটের কয়রা জেলার আনন্দ গ্রামে এক সমাবেশে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন "এ পর্যন্ত আমি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা সম্বন্ধে গণ্ডী নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর কোন গণ্ডী রাখিতেছি না। আপনারা যেখানে ইচ্ছা করেন আইন অমান্য করিতে পারেন। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সর্বত্র সংগ্রাম আরম্ভ করুন। এখন যদি আপনাদের শক্তি না থাকে তাহলে শক্তি কোন দিনও আসবে না।"[1]

গান্ধীজীর আহ্বানে সারা দেশের সঙ্গে মেদিনীপুরের মানুষও অসীম সাহসে জেগে উঠলেন। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ক্ষুদিরামের ফাঁসির মঞ্চে জীবন আত্মাহুতি দেওয়ার ঘটনা, অহিংস অসহযোগ এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে 'ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন' আন্দোলনে মেদিনীপুর সংবাদের শিরোনামে এসেছিল

[1]'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩১ সাল, ৩৬।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

এবং দেশের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ১৯শে মার্চ ১৯৩০ সালে নাড়াজোল রাজের মুখ্য ভুমিকা পালনের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরে প্রকাশ্য আন্দোলনের সূচনা ঘটে।[2] এই আন্দোলনে 'অভয় আশ্রমের' কর্মীরাও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছিলেন।[3] কংগ্রেস কর্মীগন এবং অভয় আশ্রমের সহযোগিতায় সমগ্র জেলা জুড়ে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯শে মার্চ মেদিনীপুর থেকে ফিরে গিয়ে প্রত্যেক মহকুমার নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। প্রসঙ্গত এখানে কেবলমাত্র ঘাটাল মহকুমার চেঁচুয়ার একটি আঞ্চলিক ঘটনা তুলে ধরা হল।

বঙ্গোপসাগরগামী হুগলী নদীর সঙ্গে যুক্ত রূপনারায়ন নদী ছিল ঘাটাল মহকুমার লবণ জল বহনের একমাত্র উৎস। তাই মহকুমার নেতৃবৃন্দ রূপনারায়নের তীরে শ্যামগঞ্জকে সত্যাগ্রহী শিবির স্থাপনের স্থান হিসেবে নির্বাচিত করলেন। লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্রটির নাম দেওয়া হল 'জ্যোতঘনশ্যাম ইউনিয়ন'। ৭ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে আইনভঙ্গ করে লবণ প্রস্তুত করার কাজ শুরু করা হয়। কেন্দ্রটি পরিচালনার ভারছিল দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বিনোদ বিহারী বেরা ও বিনোদ বিহারী হোড় এবং অরিন্দম মাইতির উপরে।[4] মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও হৃষিকেশ পাইন প্রথম থেকে এই কেন্দ্র যুক্ত ছিলেন। শ্যামগঞ্জের মূল কেন্দ্রটিতে ধারাবাহিকভাবে শক্তি যোগানের জন্য নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করা হয়েছিল। এই সমস্ত কমিটিগুলি ও পরিচালকদের নাম গোয়েন্দা বিভাগের নথি থেকে জানা যায়।

নন্দনপুর কংগ্রেস কমিটি- এই কমিটির সভাপতি ছিলেন হরিসাধন মাইতি। এছাড়াও প্রভাকর রায়, বিজয় বেরা, পুলিন দাউরী, সুধাকর ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও বিপিন শতপতি সহ মোট ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নন্দনপুর স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নন্দনপুর এম,ই, স্কুলের ছাত্র প্রভাকর রায় ছিলেন দলের ক্যাপ্টেন। সৌলাঙ্গ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কমিটি - এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ভূষণচন্দ্র স্বড়াকর। গোবিন্দচন্দ্র কর ক্যাপ্টেন ছিলেন। মোট চব্বিশ জন স্বেচ্ছাসেবক এই শাখা কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তেমোহানী শাখা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কমিটি - কিশোরীমোহন পাল ছিলেন এই শাখা সংগঠনের সভাপতি এবং কেষ্ট মাইতি ছিলেন ক্যাপ্টেন। দশজন স্বেচ্ছাসেবক এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাকিদের নাম জানা যায় না।

চেঁচুয়াহাট শাখা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কমিটি - এই স্থানে ব্রিটিশ পুলিশ গনহত্যা চালিয়ে ছিল। এই শাখা সংগঠনের সভাপতি ছিলেন নিবারনচন্দ্র মাঝি। সহসভাপতি ছিলেন মনিলাল ভূঞ্যা, কান্ত মন্ডল ছিলেন শাখা সংগঠনের ক্যাপ্টেন। এখানে সাতাত্তরটি পরিবারের বসবাস ছিল। মোট পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবক এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিসমৎ গোবিন্দ নগর গ্রামের অশ্বিনী কুমার চক্রবর্তী চেঁচুয়াহাট শাখার সহকারী ক্যাপ্টেন ছিলেন। ব্রজ ভূঞ্যা, হরি নন্দী, গোবিন্দ ঘোষ, গোপিনাথ মান্না, জীবন পতি, মাখন ভূঞ্যা,

[2]West Bengal State Archives (hereafter WBSA), Home Dept. Govt. of Bengal, File No. 436 of 1930.

[3]WBSA, File No. 30 of 1930, Intelligence Branch, Sub: The Abhoy Ashram and Midnapore District.

[4]WBSA, Home Dept. Govt. of Bengal, File No. 226 of 1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

সুররাম ভূঞ্যা, রাধানাথ হরদা, শ্রীকান্ত অধিকারী, কালাচাঁদ ভূঞ্যা, শ্রীধর মাঝি, গোবর্ধন মাঝি, প্রতিরাম করণ পঞ্চাশজনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জালালপুর শাখা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কমিটি- চেঁচুয়াহাট হত্যাকাণ্ডের প্রধান অপরাধী মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন জালালপুর শাখা সংগঠনের ক্যাপ্টেন।

দূর্গাপুর গ্রামে একটি শাখা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। বিনোদ বেরা, বিনোদ সামন্ত, মনমোহিয়া নাথ মুখার্জী, অরবিন্দ মাইতি ও সোনাখালির সুশীল মাইতি মিলে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তিনটি শাখা সংগঠন গঠন করে প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন বলে পুলিশের নথিতে উল্লেখ রয়েছে।[5] এই তথ্যগুলিকে জানা যায় যে, অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরুর পূর্বে কংগ্রেস তার শাখা সংগঠনগুলিকে মজবুত করতে পেরেছিল শুধু তাই নয় সংগ্রামের বার্তাকে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছিল। কিন্তু এই শাখা সংগঠনগুলির সভাপতি-সম্পাদকরা কি নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন? যদি মনোনীত হয়ে থাকেন তাহলে সেই মনোনয়ন কার দ্বারা হয়েছিল? সন্দেহ নেই এই সমস্ত শাখা সংগঠনগুলি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি।

নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলেও যারা সংগঠন পরিচালনা করেছিলেন, সামনে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারাই নেতা হিসেবে প্রথম সারিতে এসেছিলেন। অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজ কর্তব্য সম্পাদনে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই এরা সহজেই সভাপতি, সম্পাদক বা ক্যাপ্টেনের পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। সংগঠনকে করতে পেরেছিলেন ইস্পাত কঠিন, না হলে পুলিশী অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেলেও প্রতিরোধের রাস্তা থেকে কোন আন্দোলনকারীকে সরে যেতে দেখা যায় নি, নিজ সংকল্প সাধনে অনড় ও অচল থাকতে পেরেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল জনতার স্বতঃফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল বলেই্। এমনকি সরকারী নথিতেই উল্লেখ করা হয়েছিল, আন্দোলন যে গ্রামে প্রবেশ করেছে, সেই গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই আইন অমান্যকারী এবং প্রতিটি বাড়ি এক একটি সত্যাগ্রহী শিবিরে পরিণত হয়েছিল।[6]

দাসপুরের শ্যামগঞ্জের আন্দোলনের শুরু থেকেই সত্যাগ্রহী শিবির ও দলের উপরে থানার দারোগা ভোলানাথ ঘোষ এবং এস.আই. অনিরুদ্ধ সামন্তের নেতৃত্বে পুলিশী তাণ্ডব শুরু হল। এপ্রিল মাস থেকেই অতি উৎসাহে ও প্রবল বিক্রমে দারোগা তার কাজ শুরু করলেন। নির্মম প্রহার, লবণ তৈরির সামগ্রীগুলিকে প্রত্যেকদিন নষ্ট করে দেওয়া, সিপাহীদের উন্মত্ত আক্রমণ, আহত, বিবস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের রক্তাক্ত অথর্ব শরীরগুলিকে নৌকায় ছুঁড়ে দিয়ে রূপনারায়নের বিপরীতে ঘন জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসা চলতেই লাগল। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত ও সঞ্চিত খাবার সামগ্রীকে নষ্ট করে দিয়ে অভূক্ত থাকতে বাধ্য করে অশ্রাব্য গালি বর্ষন নিত্য দিনের পীড়ন হয়ে দাঁড়ায়। এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে ভয়ংকর অত্যাচার চললেও স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ থেকে পুলিশকে আক্রমণ করা হয়নি। পুলিশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এমন কোন কাজ আন্দোলনকারীরা করেন নি। সরকারী নথিতে জনতার আক্রমণের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের ৩রা জুন চেঁচুয়াতে আকস্মিক এক ঘটনা ঘটে গেল।

দিনটা ছিল শনিবার, ১৯৩০ সালের ৩রা জুন হাটবার। নিকটবর্তী দশ বারোটি গ্রামের কয়েকশো মানুষ সাপ্তাহিক কেনাকাটায় চেঁচুয়াহাটে সমবেত হয়েছিলেন। কংগ্রেস কমিটির পক্ষথেকে স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রী ও

[5]WBSA, I.B. Dept. Chechua Hat Murder and rioting Case, P.S- Daspur, Case No.-1, 03.06.1930.
[6]WBSA, Home Dept. Govt. of Bengal, File No. 436 of 1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রচারের জন্য চারজন স্বেচ্ছাসেবক হাটে উপস্থিত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সোনাখালি স্বেচ্ছাসেবক শিবির থেকে আগত কালীপদ সামন্ত, তারাপদ ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল ও হরিপদ মাঝি বিলাতি কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু করেন। এদিকে দাসপুর থানার ইনচার্জ ও এস.আই. ভোলানাথ ঘোষ এবং থানার সেকেণ্ড অফিসার অনিরুদ্ধ সামন্ত ও চারজন বন্ধুকধারী সেপাই সকাল নটার সময় চেঁচুয়াহাটে উপস্থিত হলেন।

তাদের সঙ্গে ছিল দুটি বন্ধুক ও কুড়িরাউণ্ড গুলি। তারা হাটে এসে দেখলেন চারজন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করছে বিলাতি বস্ত্র সামগ্রীর দোকানগুলির সামনে। ভোলা দারোগা তাদের গ্রেপ্তার করে সিপাইদের জিম্মায় রেখে বটগাছের তলায় বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষন পরে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মাথায় গান্ধী টুপি পরে জাতীয় পতাকা হাতে হাটে উপস্থিত হলেন। বাজারে মৃগেন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে ভোলাদারোগা তাকে বসতে বললেন। মৃগেন্দ্রনাথ দারোগার বেঞ্চে বসায়, দারোগা বচসা করতে করতে মৃগেন্দ্রনাথকে বেত দিয়ে কয়েক ঘা মারলেন। মৃগেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে ঐ বেত নিয়ে দারোগাকেই কয়েক ঘা দিলেন। এই উত্তেজনায় বাজারের সবাই জড়ো হয়ে গেলে ভোলাদারোগা দৌড়ে গিয়ে নিবারনচন্দ্র মাঝির কাপড়ের দোকানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু জনতার আক্রোশ বন্ধ হল না। 'মার' 'মার' শব্দ করতে করতে হাতের কাছে খুঁটি, বাঁশ, যে যা পেয়েছিল তাই নিয়ে দারোগাকে মারতে লাগল। প্রকাশ্যে গণপ্রহারে দারোগা ভোলানাথ ঘোষের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল।একই ভাবে অনিরুদ্ধ সামন্তকে রাতে হত্যা করে লাশকে গায়েব করা হয়েছিল নিখুঁত পরিকল্পনায়।[7]

ভোলানাথ ঘোষ এবং অনিরুদ্ধ সামন্তের মর্মান্তিক মৃত্যু নিঃসন্দেহে গান্ধীপন্থী অহিংস আন্দোলনের পরিপন্থী। কিন্তু পুলিশী অত্যাচার, নিপীড়ন, কোন স্তরে পৌঁছালে মানুষ এই অত্যাচার নামিয়ে আনতে পারে তাও বিচার করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁর সঙ্গি অনিরুদ্ধ সামন্তের হত্যা সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ আদালতে যে হলফনামা জমা দিয়েছিল তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল, ভোলানাথ ঘোষসহ অন্য সরকারী অফিসারদেরকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা বেনামে চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখিয়েছিল যাতে আইন অমান্যকারীদের উপর অত্যাচার না করে।[8] ব্রিটিশ সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করে কংগ্রেসের 'লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষনা ছিল বেআইনি। তাই দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও তার সহযোগী অনিরুদ্ধ সামন্ত এবং সঙ্গিরা আন্দোলনকারীদের আটক করে কোন অন্যায় করেনি। তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে ছিলেন মাত্র। এছাড়া আন্দোলনকারীরা যে হাটে পিকেটিং করবেন তা আগেই পুলিশকে জানিয়ে ছিল তাই পুলিশ সেখানে গিয়েছিল। আন্দোলনকারীরা সরকারী কাজে বাধা দিয়ে পুলিশকে প্ররোচিত করেছিল।

অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনামায় গান্ধীজীর ঘোষনা ছিল, সত্যাগ্রহীরা কোথায়, কখন কি কর্মসূচী পালন করবেন তা আগে থেকেই পুলিশকে জানাতে হবে। এদিক থেকে বিচার করলে এতে অন্যায় কিছু ছিল না। তাছাড়া সভা সমাবেশ, পিকেটিং, জমায়েত, প্রচার এগুলি ব্রিটিশের আইনে অপরাধ হিসেবে গন্য হলেও দেশবাসীর সামনে নিরস্ত্রভাবে প্রচারের জন্য এই বাইরে আর কি রাস্তা থাকতে

[7]WBSA, Intelligence Branch Report- 15th July, 1931.

[8] WBSA, Intelligence Branch Report- 15th July, 1931.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

পারে? স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যেই কর্মসূচী নেওয়া হোক না কেন উপনিবেশিক শাসকের দৃষ্টিতে তা হয়ে পড়ে অন্যায় ও বে-আইনি। আইন ও মানবাধিকারের বিচারে শাসক এবং শাসিতের দৃষ্টিতে একই বিষয় অন্যায় আর ন্যায় হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৬ই জুনের গণহত্যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পুলিশ সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে যে অত্যাচার চালিয়েছিল হাইকোর্টে সাক্ষীরা তা বর্ননা করেছিলেন, যা মামলার নথিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা পড়লে যে কোন পাঠক শিউরে উঠবেন। ভোলানাথ ঘোষের আন্দোলনকারীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক পুলিশ বিভাগে যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। তিনি চেঁচুয়াহাটকে শ্মশান করতেই চেয়েছিলেন। সেই কাজে তাঁর যোগ্য সহায়ক ছিল থানার এস আই অনিরুদ্ধ সামন্ত। দাসপুর থানার সত্যাগ্রহীদের তারা ভিটে-মাটি ছাড়িয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। এবিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে না গিয়ে ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের লিখিত নথির বিবরণ দেখলেই তা বোঝা যাবে।[9]

সরকারের নথিতেই দেখা যাচ্ছে দারোগা ভোলানাথ ঘোষ অত্যাচারকে কোথায় নামিয়ে এনেছিলেন। তিনি লবণ সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের অত্যাচার করার জন্য উদগ্র মানসিকতা নিয়ে অপেক্ষা করতেন এবং সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাই বোধহয় দারোগা হত্যার ঘটনাটি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া সরকারী সাক্ষী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আদালতে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে প্রামানিত হয় দারোগা ভোলানাথ ঘোষ সত্যাগ্রহীদের উপরে চরম নিপীড়ন চালিয়ে ছিলেন।[10]

গান্ধী ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের কাছে এই ঘটনা বিরাট আঘাত। প্রসঙ্গত ঘটনার জন্য সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস এখানে তার দায় এড়াতে পারেনা। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জনতার সমগ্র অংশ কংগ্রেসী ভাবাদর্শে উবুদ্ধ হয়ে উঠেনি। কখনো সমাজের সমগ্র অংশ আন্দোলনের ময়দানে আসে না। আবার এলেও সকলেই একই ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠে না। একটি অংশ যেমন অগ্রনীয় ভূমিকা পালন করে তেমনি আর একটি অংশ নীরব সমর্থনের মধ্যদিয়ে আন্দোলনকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করে। এখানেও তাই হয়েছিল। বাজারে যারা এসেছিলেন তারা সকলেই কংগ্রেসকর্মী ছিলেন না। আবার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সত্যাগ্রহীদের উপরে পুলিশি নির্যাতন, জুলুম, সম্পদ লুণ্ঠন, জরিমানা এগুলি তারা নীরবে সহ্যকরে যাচ্ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ইংরেজ পুলিশ সম্পর্কে বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মেছিল। ফলে পুলিশের উপরে সামান্য ক্ষোভ তাঁদের মধ্যে ঘৃতাহুতির কাজ করে। তাঁদের সমবেত আক্রমণে দারোগা ও তাঁর সঙ্গীরা আক্রান্ত হয়েছিল। বাজারে কংগ্রেস নেতা মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপরে দারোগার আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণকে কেন্দ্রকরে যে হত্যার ঘটনাটি ঘটে ছিল সেই সময়ে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অশান্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কি? কেননা জনতা যখন দারোগাকে আক্রমণ করছে মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন বাড়ীর পথে। ফলে জনগণকে

[9]WBSA, I.B. Dept. Special tribunal Report, Chechua Hat Murder and rioting case, P.S- Daspur, Case No.-1, 03.06.1930.

[10]WBSA, Statement of Surendra Nath Chakrabarty, S/O Late Uma Charan Chakrabarty of Joybag. P.S.- Ghatal, made before Moulvi Barkatullah, Magistrate, 1st class Sirampur, on 19.06.1930, in connection with Daspur P.S., Case No. 1 dated 03.06.30, Sections 302/147/325/380 I.P.C.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

নিয়ন্ত্রণ করার কেউ তখন ছিল না। সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অন্যায়, অত্যাচার ও ক্ষোভ, বিক্ষোভ, আক্রোশ ভোলা দারোগা ও তাঁর সঙ্গীদের উপরে গিয়ে পড়েছিল। এখানে যা অপ্রত্যাশিত তা হল হত্যার পরে মৃতদেহ লোপাটের বিষয়টি। দারোগা ভোলানাথ ঘোষকে হত্যার পরে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাই তার দেহ ইংরেজ পুলিশ খুঁজে পায়নি।

অপর দিকে এস.আই. অনিরুদ্ধ সামন্তকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল তা যে পূর্ব পরিকল্পিত তা বলাই বাহুল্য। শুধু হত্যাই নয়, তাঁর মৃতদেহটিকে লোপাটের করা হয়েছিল নিখুঁত পরিকল্পনায়। এই ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে পুলিশী আক্রমণ থেকে কংগ্রেস কর্মীদের রক্ষা করার জন্য এটি করা হয়েছিল। যদিও শেষ অবধি অত্যাচার রোখা সম্ভব হয়নি। পুলিশী তদন্তে অনিরুদ্ধ সামন্তের শরীরের কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তা তাঁর শরীরের অংশ ছিল কিনা পুলিশ তা প্রমাণ করতে পারেনি।[11] এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিল তাঁর সাক্ষ্য প্রমানও পুলিশ বিভাগ জোগাড় করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজত্বে একটি থানার প্রধান দারোগাকে দিনের আলোতে হত্যা করা হোল, সহকারী দারোগা নিখোঁজ হয়ে খুন হলেন, কনস্টেবলগণ পোশাক ছেড়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন সরকারী চাকুরী করবেন না বলে, এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট জেলার ডি এম, এস পিসহ সমগ্র পুলিশ বিভাগের কাছে ছিল চরম অপমানের। ফলে পরবর্তীকালে পুলিস এর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করল।

৩রা জুনের পরের দিন ঘটনার অনুসন্ধানে জেলাশাসক পেডি, এ.ডি.এম. আব্দুল করিম, দাসপুর থানার নব নিযুক্ত দারোগা ইয়ার মহম্মদ এবং মহম্মদ হুসেন খান চেঁচুয়াহাটে এলেন। সঙ্গে এলেন ডেপুটি এস.পি, অতিরিক্ত এস.পি.সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ চেঁচুয়াহাটকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ছয় মাইল ব্যাসার্ধ ধরে অনুসন্ধানের নামে নারকীয় অত্যাচার নামিয়ে আনে।[12]

পুলিশ স্থানীয় ডাঃ গোপীনাথ মান্না ও নিবারন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। গোপীনাথ মান্না ও নিবারন মাজী দারোগা হত্যা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। ডাঃ গোপীনাথ মান্নার বিবৃতি অনুযায়ী লোকাল কংগ্রসের স্বেচ্ছাসেবক কালী সামন্ত, ভুতু মান্না, হরিসাধন মাইতি এবং বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকরা দারোগা হত্যার পূর্ব থেকে আইন অমান্যের কর্মসূচি চালাচ্ছিলেন। ৪ঠা এবং ৫ই জুন দু'দিন ধরে চেঁচুয়া সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে পুলিশি অভিযান চালানো হল। এর পরিণতিতে ৬ই জুন ঘটে গেল পরিকল্পিত গনহত্যার ঘটনা।

পুলিশি রিপোর্টে ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে ঐ দিন (০৬.০৬.৩০) দুই থেকে পাঁচ হাজার মানুষ চেঁচুয়াতে

[11]WBSA, I.B. Dept. *op.cit,* "Aniruddha Samanta was being kept under guard and sequently he was taken away by some of the accused party towards the village of Rabidaspur. He has been missing on 03.06.1930, the next day, a dead body was found at some distance, as it was being devoured by dogs and vultures, it was not identified "extract" in the High Court".

[12] WBSA, I.B. Dept. Special tribunal Report, Chechua Hat Murder and rioting case, P.S- Daspur, Case No.-1, 03.06.1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

হাজির হয়েছিল এবং এদের সঙ্গে 'বন্দর স্বেচ্ছাসেবকরা'ও ছিল।[13] তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুলিশকে আক্রমণ করে দাঙ্গা লাগানো। জনতাকে সমবেত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা শঙ্খধ্বনির নির্দেশ দিয়েছিল। ৬ই জুনের দিন চেঁচুয়াতে জনতা কেন সমবেত হয়েছিল তা নিয়ে পুলিশি রিপোর্টে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। এস.আই. ইয়ার মহম্মদের বিবরনে উল্লেখ রয়েছে জনতা দাঙ্গা লাগানোর জন্য সমবেত হয়েছিল। আবার ২রা জুলাই মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের চিঠি থেকে জানা যায় জনসভা ও প্রচারের জন্য জনতা সামিল হয়েছিল এবং তারা পুলিশকে চেঁচুয়াহাট ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চাপও দিতে চেয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ করে ৪ঠা জুলাই পুলিশের দেওয়া রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায়, জনতা চেঁচুয়াহাটে পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও সরকারী সাক্ষী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৪শে জুন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে বোঝা যায় পুলিশের সাজানো অভিযোগের আসারতা।[14]

পুলিশকে আক্রমণ করে দাঙ্গা লাগানোর মতো কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল কি? এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের তদানিন্তন পুলিশ সুপারের লিখিত বিবরনটি সন্দেহের উর্ধে নয়।[15] রির্পোটে বলা হয়েছে তাদের অনেকের হাতে লাঠি ছিল সেই অর্থে তারা দাঙ্গাকারী। যদিও জনতাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল চলে যাওয়ার জন্য। ছয় হাজার জনতাকে ফিরে যাওয়ার জন্য এইটুকু সময় কি যথোপযুক্ত ছিল? যখন কিনা পুলিশী নির্যাতনের ঘটনা দুই-তিন ঘণ্টা আগেও ঘটেছিল। পুলিশ সুপার তার বিবরনে লাঠি হাতে সমবেত জনতাকে হামলাকারী, রাতের অন্ধকারে অল্প সংখ্যক পুলিশ দেখে আক্রমণ করতে চাইছিল বলে বলেছেন। কিন্তু অশান্ত জনতাও নেতৃত্বের পরামর্শ মেনে একটা সমাধানে আসতে চেয়েছিল পুলিশি রিপোর্টে এই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।[16] প্রতিনিধিদল পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিল কিন্তু পুলিশ আলোচনার বদলে প্রতিনিধিদলকে আটক করে। প্রতিনিধিদলকে ফিরিয়ে আনার জন্য জনতাও অধীর হয়ে উঠতে লাগল। ফলে প্ররোচনা যে পুলিশের দিক থেকে এসেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

পুলিশের আরও অভিযোগ ছিল জনতা লাঠি হাতে দাঙ্গার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল। দাঙ্গায় নির্বিচারে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, লুঠপাট, খুন ধর্ষণ এইগুলি স্বাভাবিক। কিন্তু হাটে সমবেত গ্রামগুলির হাজার হাজার জনতা সেই রকমের কোন ঘটনা ঘটিয়ে ছিল কি? যে ৫০০ জন সাঁওতাল ঐ দিন হাটে সমবেত হয়েছিল তাদের হাতে কোন লাঠি ছিল না, তথাপি পুলিশী রিপোর্টে দাসপুর থানার আই. সি. তাদের আক্রমণকারী হিসেবে বর্ননা করেছেন। একমাত্র চকবুয়ালিয়ার বর্গক্ষত্রিয়েরা দলে দলে লাঠি নিয়ে কাঁসাই নদীর তীরে এবং

[13] বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক 'Bandar Volunteers' যারা মেদিনীপুর জেলার বাইরে থেকে এসেছিলেন। মহকুমা কংগ্রেস অফিস থেকে এদের চেঁচুয়াহাটে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল এরা হলেন – পুস্পরঞ্জন চ্যাটার্জী, জিতেন্দ্রনাথ দাস, দীনেশচন্দ্র সরকার, জগদীশচন্দ্র সেনচৌধুরী, (Chechua Hat Murder and rioting Case)

[14]WBSA, I. B. Dept. Confession of Surendra Nath Chakrabarty, S/O Late Uma Charan Chakrabarty of Joybag. P.S.- Ghatal, made before Moulvi H. H. Namoni, Deputy Magistrate, Midnapur, On 24.06.1930, in connection with Daspur P.S. Case No.2 dated 10.08.30.

[15]WBSA, File No. 436 of 1930, Special report, Case No. 93/30, 24th June,1930,

[16]WBSA, I.B. Dept. Case No.93/30, 2nd July 1930, In continuation of the third report dated the 2nd July 1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

পলাশপাই খালের পাড়ে হাজার হাজার জনতার সমাবেশে হাজির হয়েছিল। কিন্তু তারা কখন উপস্থিত হয়েছিল? পুলিশের নথিতে রয়েছে, চকবুয়ালিয়ার বর্গক্ষত্রিয়রা লাঠি হাতে বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলে সাহেব খুঁজতে খুঁজতে হাটে এসেছিলেন। হাটে এসে তারা জানতে চেয়েছিলেন সাহেবরা কোথায়? তখন মাখন মাইতি জানিয়েছিল যে, সাহেবরা পূর্বে চলে গিয়েছে। তখন তারাও সাহেবদের পিছু নেওয়ার জন্য নদী পেরিয়ে আজুড়িয়ার দিকে চলে গিয়েছিল।[17]

চেঁচুয়া হাটের কাছে কাঁসাই নদীর উত্তর পাড়ের জনতা যখন পুলিশকে চলে যাওয়ার জন্য দাবী জানাতে থাকে ঠিক সেইসময়ে চেঁচুয়াহাটের দক্ষিনে অবস্থিত তিওরবেড়িয়ার দিক থেকেও পাঁচটার আশে-পাশে জনতার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। এই সময়ে চেঁচুয়ার রথতলা ও তেমুয়ানি মাঠে জনতাকে সমবেত হতে দেখা গেল। চতুর্দিকে থেকে চেঁচুয়াহাট ক্যাম্প ঘেরাও হওয়ার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালালো নদীর উত্তর পাড়ের সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে আট-দশ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন। বাকী জনতা হতচকিত হয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু দক্ষিনের মিছিলের 'বন্দেমাতরম' ও শঙ্খ-ধ্বনির শব্দ ক্রমাগত ক্যাম্পের নিকটবর্তী হওয়ায় প্রাণের ভয়ে পুলিশ বাহিনী ক্যাম্প পরিত্যাগ করে পূর্বে আজুড়িয়া হয়ে ঘাটালের দিকে চলে যায়।[18]

গুলি চালানোর ফলে ১৪ জন ঘটনাস্থলে প্রান হারালেন। এঁরা হলেন ১) চন্দ্রকান্ত মান্না, ২) পূর্ন চন্দ্র সিংহ, ৩) সত্য বেরা, ৪) রাম চন্দ্র পাড়ুই, ৫) অবিনাশ দিন্ডা, ৬) নিতাই পড়্যা, ৭) দেবেন্দ্র নাথ ধাড়া, ৮) শশী ভূষন মাইতি, ৯) কালিপদ শাসমল, ১০) সতীশ চন্দ্র মিদ্যা, ১১) ভৃগুরাম পাল, ১২) মোহন চন্দ্র মাইতি, ১৩) অশ্বিনী দোলাই, এবং ১৪) কালিপদ দিন্ডা।[19] গুলিতে আহত হলেন বাঁশখালির ঈষান জানা, কলোড়া গ্রামের অরুন জানা, অষ্টম হাজরা, জালালপুরের দেবী চক্রবর্তী, বসন্তপুরের কালা নামে এক ব্যক্তি এবং কলাইকুন্ডা গ্রামের নামহীন এক বালক। এছাড়াও আরো বেশকিছু ব্যক্তি গুলিতে আহত হয়েছিলেন।

৬ই জুন কারা প্রথম গুলি চালিয়ে ছিল? জনতা না পুলিশ? পুলিশ ঠিক কত রাউন্ড গুলি চালিয়ে ছিল? ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তিনি পরে সরকারী পক্ষের সাক্ষী হয়েছিলেন। তিনি এবং কাননবিহারী গোস্বামী ও ব্রজমাধব ভূঞ্যা পুলিশের কাছে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন তাতে পুলিশের গুলি চালানোর কথা বললেও কত রাউন্ড গুলি পুলিশ চালিয়েছিল তার উল্লেখ করেন নি। মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ২৪শে জুন যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি দুটি তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমে জনতার দিক থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, পরে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায় এবং আর একটি তথ্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কত রাউন্ড গুলি চলেছিল তার কোন উল্লেখ নেই, যেমন নেই গুলি চালানোর বিষয়ে সঠিক তথ্যও।[20]

গুলি চালানোর পরে পুলিশ ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আহত ও নিহত ব্যক্তিদের কোন রকম ব্যবস্থা

[17]WBSA, Confession of Surendra Nath Chakrabarty, S/O Late Uma Charan Chakrabarty of Joybag. op.cit.

[18]WBSA, I.B. Dept. File No. 436 of 1930, Chechua Hat Murder and Rioting Case.

[19]WBSA, I.B. Dept. File No. 436 of 1930, Chechua Hat Murder and Rioting Case.

[20]WBSA, I. B. Dept, Special report, Case No. 93/30, 24th June, 1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

নেওয়া ছাড়াই। প্রশ্ন দেখাদেয় প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব বোধের। যদিও সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের কাছে দায়িত্ববোধের প্রশ্নটি গৌন। পরের দিন পুলিশ আবার গ্রেপ্তারি অভিযানে নেমেছিল। চেঁচুয়াহাটকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি যখন নিহত ও আহতদের শোকে দিশেহারা, কংগ্রেস পরবর্তী কর্মসূচী কি হবে তা নিয়ে ভেবে উঠতে পারে নি, সেই সময় পরের দিন দুপুর থেকে পুলিশ আবার অভিযানে নামে। চোদ্দজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হত্যা করে ও শতাধিক মানুষকে আহত করে পুলিশ চেঁচুয়াকে বধ্যভূমিতে পরিণত করে। নিহত চোদ্দজনের চিতার আগুন তখনও নেভেনি অথচ জেলাশাসক পেডি, জেলা পুলিশ সুপার এবং আই. জি. পি লোম্যান পাঠান ও গোরাসৈন্য সহ বড় পুলিশ বাহিনী নিয়ে চেঁচুয়াতে উপস্থিত হলেন।[21]

চেঁচুয়াহাটকে কেন্দ্র করে ছয় কিমি. ব্যাসার্ধ্য জুড়ে সৈন্যবাহিনী টহলের নামে নির্মম অত্যাচার শুরু করে। কলমীজোড়, আজুড়িয়া ও চেঁচুয়াতে পাকাপোক্তভাবে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হল। মিলিটারী বাহিনীর অত্যাচারে নিকটবর্তী ত্রিশটির বেশী গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেল। গৃহস্থের পুকুরের মাছ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, চাল, ডাল যাবতীয় খাদ্যশস্য নির্বিচারে, বাধাহীনভাবে লুঠ করে সেনাবাহিনী উদরপূর্তি শুরু করল। নিরীহ গ্রাম-বাসীদের যাকে যেখনে যে অবস্থায় পাওয়া গেল সেভাবেই গ্রেপ্তার করে মিলিটারী ক্যাম্পে এনে বর্বর অত্যাচার চালানো হতে লাগল। উৎপীড়ন, উৎকোচ, প্রলোভনসহ নানাবিধ উপায়ে দারোগা হত্যা ও দাঙ্গা সৃষ্টিকারী আসামীদের অনুসন্ধান শুরু করা হল। এই কাজে সাহায্য করার জন্য হাওড়া জেলার পুলিশ সুপার রায়সাহেব অনাথবন্ধু চক্রবর্তীকে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা হল। বিনপুর থানার এস.আই. ইয়ার আলিকে তদন্তে সাহায্য করার জন্য যতোধরপুরের বিশেষ দায়িত্বে আনা হল।[22]

পার্শ্ববর্তী জেলা হুগলীতেও পুলিশের পক্ষ থেকে চেঁচুয়া ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত শুরু হল। ১৮ই জুন সকালে অভিযান চালিয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ সাতজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকরা ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরন দিয়ে হুগলী পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে কলিকাতার গোয়েন্দ বিভাগের প্রধান রাই এন. এন. মজুমদার বাহাদুরকে পাঠানো একটি চিঠি থেকে পুলিশের ভূমিকাটি জানা যায়।[23]

বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তারকরা ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করনের প্রক্রিয়াটিও বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছিল। ঘাটাল ও মেদিনীপুর জেলে সনাক্তকরনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। ঘাটাল জেলে সাব-ডিভিশনাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বি. এন. বোস মোট ৩৭জনকে সনাক্ত করে ছিলেন। বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছিল। তিন জনকে নিয়ে গঠিত এই বিশেষ আদালতের সভাপতি করা হয়েছিল মি. এম. এইচ. বি. লেথব্রীজকে। অপর দুই সদস্য ছিলেন রাই সরকার সুরেশচন্দ্র সিনহা বাহাদুর,

[21]WBSA, I.B. Dept. File No. 436 of 1930,

[22]WBSA, Intelligence Branch Report, 9.6.30, S.I. Year Ali of Binpur, P.S.

[23]WBSA, Letter to Rai N. N. Mazumdar Bahadur, Special Superintendent, I.B. Calcutta, From Rai S. C. D. Mehata, Bahadur on 21 June, 1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

অতিরিক্ত জেলা শাসক মেদিনীপুর এবং মি. মহেন্দ্রনাথ দাস অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেশান জর্জ মেদিনীপুর।[24]

Bengal Criminal Law amendment Act, 1925 অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। ১২ই আগস্ট ১৯৩০ সালে দাসপুর অধিবাসী সত্যকিঙ্কর বিশ্বাসের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান অভিযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য ও চারজন বন্দর ভলান্টিয়ার এবং চারশজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩০২, ১৪৭, ৩২৫, ৩৮০ নং ধারা মোতাবেক মামলা শুরু হয়। এই ৮৯/৩০ নম্বর মামলার প্রধান তদন্তকারী অফিসার হিসেবে দাসপুর থানার নবনিযুক্ত দারোগা এস. আই. ইয়ার মহম্মদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[25] মোট চারশজনের বিরুদ্ধে দাঙ্গার অভিযোগ আনা হলেও ৮২ জনকে পুলিশ শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদের আটক করা হলেও জরিমানা ও উৎকোচের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই মামলাতে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন অ্যাডভোকেট সুনন্দ সেন। পরে সুরেশ তালুকদার ও প্রবোধ চ্যাটার্জি যোগ দিয়েছিলেন। সবাই বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী, যতীন দাস, প্রবোধ মণ্ডল, যুগল মাল ও বংশী দোলাই এই পাঁচজনকে দুবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি আসামীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিশেষ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আসামীদের পক্ষ থেকে কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হয়। শেষ পর্যন্ত শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কানন গোস্বামী, সুরেশ বাগ, ভূতনাথ মান্না, শীতল ভট্টাচার্য, বিনোদ বেরা, যোগেন হাজরার যাবজ্জীবন কারাদন্ড, মৃগেন ভট্টাচার্য ও কালাচাঁদ ঘাটিকে সাত বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি চার জন ব্রজ ভূঞ্যা, কালিপদ সামন্ত, জীবন পতি ও যুগল মালের দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অন্যদের যা শাস্তি ছিল তাই বহাল রাখা হয়।[26]

উপসংহার

চেঁচুয়াহাট হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গা মামলা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, যেনতেন প্রকারে রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দমন করাই ছিল তখন উপনিবেশিক শাসকের প্রথম কাজ। চেঁচুয়াতে তারা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। গুলিচালানো, গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, নির্বিচারে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, লুঠপাট, দাঙ্গাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে নিপীড়ন চালানো, পাইকারিহারে জরিমানা, সেনা মোতায়ন, কঠোর আইন প্রয়োগ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে দমন পীড়নের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছিল। এর ফলে এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে আর কোন আন্দোলন গড়ে উঠেনি। আইন অমান্য আন্দোলন তখন সবে মাত্র শুরু, আগস্ট আন্দোলনেরও কোন প্রভাব এই অঞ্চলে দেখা যায়নি। আঞ্চলিক স্তরের একটি আন্দোলন দমনের ঘটনা থেকে শাসকের চরিত্র বুঝতে অসুবিধে হয় না। যদিও এই কাজে উপনিবেশিক শাসকের সফল হওয়ার পেছনে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসনের ভুমিকাও এড়িয়ে যাওয়ার নয়। ব্রিটিশ বলবান হতে পেরেছিল এদেশীয় শাসকের সাহায্য

[24] WBSA, Notification No. 12011p., dated 8th Augus, 1930 the Governor in Council is pleased to appointed Mr. N. H. B. Lethbridge, I. C. S. Dist. and Session Judge.

[25] WBSA, Daspur Police Station Case No. 1, dated the 3rd Jun 1930. Under Section, 148, 149, 307, 326, 511, 120b and 332, Indian Penal Code.

[26] WBSA, *Chechua Hat Murder and Rioting Case*, P.S- Daspur, Case No.-1, 03. 06. 1930. File no. 436 of 1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

পেয়েছিল বলেই। আঞ্চলিক স্তরে গোমস্তা, চৌকিদার, সিপাই যারা ছিলেন তাঁদের ভূমিকাও এড়িয়ে যাওয়ার নয়। চেঁচুয়া বাজারে যে সিপাইদের মুচলেকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারাই পরবর্তীকালে পুলিশী অত্যাচারের প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

কেবল ব্রিটিশ নীতিকে দায়ী করা চলে কি? হত্যাকাণ্ডের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে কংগ্রেস সংগঠনের যে বিস্তৃতি গড়ে উঠেছিল হঠাৎ করে পুলিশী আক্রমনের সামনে সেগুলি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্গে যাওয়া সংগঠনকে পুনরায় সংগঠিত করা সম্ভব হল না কেন? শ্যামগঞ্জের সত্যাগ্রহ শিবিরের সঙ্গে নন্দনপুর, চেঁচুয়া, তোমোহানী, সৌলাঙ্গ, জামালপুর, সোনাখালি প্রভৃতি গ্রামের প্রায় দুইশত পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহে যুক্ত ছিলেন। মামলার নথি থেকে জানা যায় পুলিশ চারশ জনের বিরুদ্ধে দাঙ্গার অভিযোগ এনেছিল। এর মধ্যে মাত্র বিরাশিজনকে আটক করতে পেরেছিল। পঁয়তাল্লিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলেও মাত্র সতের জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সঙ্গে চারজন বন্দর ভলান্টিয়ারকে। এর বাইরে থাকা কংগ্রেস সদস্যরা সেদিন কি নীরব ছিলেন? মহকুমা ও জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ক্ষেত্রে কি কোন ভূমিকা নিয়েছিল? পুলিশের রিপোর্টে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট।

সংগঠনের এই দুর্বলতার কারণে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা কংগ্রেস গড়ে তুলতে পারেনি। আঞ্চলিক স্তরে সত্যাগ্রহীদের উপরে পুলিশি নির্যাতন, মামলা মোকদ্দমা পরিচালনায় বিপর্যস্ত জনসাধারণকে রক্ষা ও সহযোগিতা করার সাংগঠনিক ব্যবস্থা না থাকায় সংগঠন শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হল তাই নয়, পরবর্তীকালে তা আর জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি। চেঁচুয়া থেকে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মহিষাদল, তমলুকে যে সংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল এখানে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যদিও আন্দোলন গনচরিত্র নিয়েছিল। তবুও এই ঘটনা থেকে এটা অনুমান করা যায়, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকস্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধের ক্ষমতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা। দশ বারটি গ্রামের অতি সাধারন জনগণ ব্রিটিশের কঠোর দমননীতির বিরুদ্ধে যে সদর্থক ভূমিকা নিতে পেরেছিল তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। শুধু ব্রিটিশ পণ্য বয়কট নয়, সাহসী ও দৃঢ় অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় তারা দিয়েছিলেন। বিপদের শঙ্খধ্বনি শুনে ঘটনাস্থলে পাঁচশজন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের উপস্থিতি প্রতিরোধ আন্দোলনকে অন্যমাত্রা দিয়েছিল তাই নয়, গান্ধীপন্থী আন্দোলনকে আঞ্চলিক স্তরে সামাজিক ভিত্তি দিয়েছিল। জাতপাতের ব্যাবধানকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একাত্ম হওয়ার এই ঘটনা চেঁচুয়াহাটের সংগ্রামকে অন্যমাত্রা দিয়েছিল।এখানেই এই আন্দোলনের সার্থকতা।

প্রজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধ রচনায় আর্থিক বা অন্য কোনো বিষয়ে লেখকের সাথে কোনো স্বার্থগত সংঘাত নেই।

তথ্যসূত্র

"আনন্দবাজার পত্রিকা". *শারদীয়া সংখ্যা*, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩১ সাল।

মুক্তি সংগ্রামে ভারত. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৮৬।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16

দাস, বসন্তকুমার. স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, দ্বিতীয় খণ্ড, মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, প্রথম প্রকাশ, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৪।

"পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা." মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জানুয়ারী, ২০২৪।

ভট্টাচার্য, দেবাশিস. *নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ*, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বাংলা সন।

নায়ক, মঙ্গলকুমার. "বৈপ্লবিক সংস্কৃতি সম্প্রসারণে নাড়াজোল এইচ. ই. স্কুল," *জার্নাল অফ হিস্ট্রি*, চতুর্থ ভলিউম, পশ্চিম মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫-২০১৬।

Bhowmik, Shyamapada(Ed.). *Militant Nationalism in Midnapore till 1947, Commemorative Volume* (UGC sponsored state level seminar), Department of History, Kharagpur College, March 2002.

Chatterjee, Pranab Kumar (Ed.). *Midnapur's Tryst with Struggle*. Kolkata: West Bengal State Archives, Higher Education Department, Govt of West Bengal, 2004.

Samanta, Amiya Kumar (Ed.). *Terrorism in Bengal*, Volume-IV, Kolkata: Intelligence Branch, Govt. of West Bengal, 1995.

West Bengal State Archives, Home Dept. Govt. of Bengal, File No. 436 of 1930.

West Bengal State Archives, I.B. Dept. Govt. of Bengal, *Chechua Hat Murder and rioting Case,* P.S- Daspur, Case No.-1, 03.06.1930.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.16